তারিখ 10 JAN 2017

“সরকারি প্রাথমিকে আগ্রহ নেই মধ্যবিত্তদের”

সাইফুল ইসলাম খান

একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্র

রাজধানী ঢাকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সন্তান ভর্তি করার আগ্রহ নেই অধিকাংশ অভিভাবকের। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর চেয়ে বিভিন্ন কেজি স্কুল এবং নামি-দামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্তান ভর্তি করানোর আগ্রহ অধিকাংশ অভিভাবকের। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, ১৯৯৬ সালে সারা দেশে ৮০ হাজার ৮১৮টি বিদ্যালয় ছিল। ২০১৪ সালের জরিপ অনুযায়ী বিদ্যালয় সংখ্যা বেড়ে ১ লাখ ৮ হাজার ৫৩৭টি তে দাঁড়িয়েছে। আর ঢাকা জেলার ওয়েব সাইটে (www.dhaka.gov.bd/) দেয়া তথ্য মতে গোটা ঢাকায় মাত্র ৩৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এরমধ্যে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেশ নামকরা হলেও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী সংখ্যা কম। যে বিদ্যালয়গুলোতে জিপিএ পাঁচ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি, সে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশি। তবে বাকি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর পাসের হার প্রায় শতভাগ বা শতভাগের কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও অভিভাবকরা ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের সন্তান ভর্তি করাতে ততটা আগ্রহী নন।

ঢাকা জেলার ওয়েব সাইট অনুযায়ী ঢাকায় মোট ৩৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। নিম্ন আয়ের ও মধ্যবিত্ত আয়ের পরিবারের সন্তানদের কাছে এ প্রতিষ্ঠানগুলো আবার জনপ্রিয়। জানা গেছে, আশ্রাফাবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ হাজার ৪০০ জন, মাণ্ডা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২ হাজার ১২৪ জন,বড়গ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১হাজার ৪২৫,রসুলপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ হাজার জন, জবেদা খাতুন রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৭০০ জন। আর নুরেরচালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫৮৬ জন, ৪৯নং বাথুলী (১) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫০৭ জন, ২৬নং বেরাইদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫৫০ জন, ৭নং আমতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪০০ জন, ছোলমাইদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪৪০ জন, দক্ষিণ দেপাশাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৫০ জন, নন্দীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৭৫ জন, মহিশাষী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩১৩ জন, চাপিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩০৩ জন, আমরাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৬৯ জন, বারবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৮৯ জন, সাধাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৩৯ জন, বড়নালাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫০জন ও মানিকদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৪০ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন।

ধানমণ্ডি জোনের কাটাবনে অবস্থিত শহীদ বুদ্ধিজীবী ড. আমিনউদ্দিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর শহীদ হওয়া বুদ্ধিজীবী ড. আমিনউদ্দিনের নামানুসারে এই বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছে। ২০১৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ও ঢাকা ১০ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস যৌথভাবে উদ্বোধন করেন এ বিদ্যালয়টি। বিদ্যালয়টিতে পাঠদান শুরু হয় পরের বছর ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে। বিদ্যালয়টিতে বাচ্চাদের জন্য শিক্ষার পরিবেশ ও খেলার মাঠ দুটোই রয়েছে। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা একেবারের হাতে গোনা। ২০১৫ সালে বিদ্যালয়টি থেকে মাত্র ৭ জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। ৭ জনের মধ্যে তিন জন জিপিএ-৫ পেয়েছিল, পাসের হার ছিল শতভাগ। আর গেল বছর সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেয় ৮ জন। এর মধ্যে ২ জন জিপিএ-৫, ২ জন এ গ্রেড, ২ জন এ মাইনাস এবং ২ জন অনুপস্থিত ?ছিল। বর্তমানে ৪ জন সহকারী শিক্ষক ও ১ জন দফতরি নিয়ে চলছে বিদ্যালয়টি। সহকারী শিক্ষকরা হলেন, হাসি চক্রবর্তী, শাহনাজ পারভীন, আবু ইফতিয়ার খান ও মো. রফিকুল ইসলাম। চার জন সহকারী থাকলেও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদটি এখনও শূন্য। সহকারি শিক্ষক হাসি চক্রবর্তী জানান, সরকারি স্কুল হিসেবে আমাদের এখানে সম্পূর্ণ ফ্রি তে প্রাথমিক শিক্ষা নেয়ার সুযোগ পায় ছাত্রছাত্রীরা। প্রথম বছর আমাদের পাসের হার শতভাগ হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা আশানুরূপ বাড়েনি। তবে আগামীতে বিদ্যালয়টির নাম আরও পরিচিত হলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আরও বাড়বে বলে জানান তিনি। ■